ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৭৬৩
আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

প্রয়াত মাখনলাল সাহার মৃত্যু বার্ষিকীতে রক্তদান শিবির
রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে সাঠিক দিশায় কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত মাখনলাল সাহার ২৬তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ এম এল প্লাজা প্রাঙ্গণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা প্রয়াত মাখনলাল সাহার পুত্র। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা তাঁর বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, মাখনলাল সাহা একজন অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিয়মিত চন্ডিপাঠ করতেন।তৎকালিন সময়েও তিনি বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।আগরতলা শহরবাসীর বিনোদনের লক্ষ্যে রূপসী নামে একটি সিনেমা হলও স্থাপন করেছিলেন।সৎভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মাখনলাল সাহা কোন কিছুর সঙ্গে কখনও আপোষ করেননি। বাবার আদর্শ অনুসরণ করে তিনিও রাজ্যের জনগণের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের মতো মহৎদান আর কিছুই হতে পারেনা। একজন ব্যক্তি তার দান করা রক্তের মাধ্যমে ৪ জন মুমুর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন। বর্তমানে রাজ্যে জন্মদিন, মৃত্যুদিবস, বিবাহবার্ষিকী সহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানেও মানুষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছেন। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে সঠিক দিশায় কাজ করছে। রাজ্যে বিগতদিনের সরকারের আন্তরিকতার অভাবের জন্য রাজ্যের বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ মন্ত্রকের পাথেয় করে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্যের রক্তদানের সুনাম রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা রাজ্যব্যাপী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে। ফলে রক্তদান রাজ্যে এখন উৎসবের পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বর্গীয় মাখনলাল সাহার সহধর্মিনী তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার মা সূর্যবালা সাহা, মার্কফেডের ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জয় সাহা, মাখনলাল সাহার বড় ছেলে রতন সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি দুঃস্থদের মধ্যে কম্বলও বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ দুঃস্থদের হাতে কম্বলগুলো তুলে দেন।

****